লক্ষ্মীর পরীক্ষা
মহেদ্রাভেগচন্দ্র
লক্ষীর পরীক্ষা
রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিখন ভারতী
লিখন বাংলা
লিখন পানি তিক্তিকন

বিখ্যাত ভারতী
কলকাতা
রচনা: ২২ অগ্রহায়ণ ১৩০৪
কাহিনী কাব্যে প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩০৬
নতুন পুস্তকালাপে প্রকাশ: গৌর ১৩৬৯: ১৮৮৪ শক

৫ বিখ্যাত ১৯৬২

প্রকাশক শ্রীকান্তের সামন্ত
বিখ্যাতী। ৫ ঘ্রামহার ঠাকুর লেন। কলিকাতার ৭
মুদ্রক শ্রীরংকুশারায়ণ ধাটাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্ণওপালিস গ্রীট। কলিকাতার ৬

৩১
লক্ষীর পরীক্ষা
২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪
লক্ষার পরীক্ষা

প্রথম দৃশ্য

কীরো। ধনী সুখে করে ধর্মকর্ম,
গরিবের পড়ে মাথার ঘর।
তুমি রানী, আছে ঢাকা শত শত,
খেলছেলে করে। দান ধ্যান ব্রত:
তোমার তো গুল্ম ছুঁছু মাত্র,
খাটীনি আমার দিবস-রাত।
তবুও তোমার স্বত্য পুণ্য,
আমার কপালে সকলই শুঁয়া।

নেপথ্যে

কীরী, কীরী, কীরো।

কীরো। কেন ডাকাডাকি,
নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দেব নাকি?
রানী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। হল কী! তুই যে আছিস রেগেই।
কৌর। কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই।
কতই বা সয় রক্তমাংসে,
কত কাজ করে একটা মানুষে।
দিনে দিনে হল শরীর নষ্ঠ—

কল্যাণী। কেন, এত তোর কিসের কষ্ঠ।
কৌর। যেথা যত আছে রানী ও বানী
সকলেরই যেন গোলাম আমি।
হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্ধু রু,
সেবা করে মরি পাড়াশুদ্ধু রু।
ঘরেতে কারে। তো চড়ে না অন,
তোমারি ভাঁড়ারে নিমিত্ত।
হাড় বের হল বাসন মেঝে,
সৃষ্টির পান-তামাক সেঝে।
একা একা এত খেঁটে যে মরি,
মায়া দয়া নেই।

কল্যাণী। সে দোষ তোরি।
চাকর দাসী কি টি কিতে পারে
তোমার প্রধান মুখের ধারে?
লোক এলে তুই তাড়াবি তাদের,
লোক গেলে শেষে আর্ফনাদের
ধূম পড়ে যাবে— এর কি পথিয়া
আছে কোনোরূপ।
ক্ষীরো। সে কথা সত্যি!
সয় না আমার—তাড়াই সাথে!
অল্পায় দেখো পরান কাঁদে।
কোথা থেকে যত ডাকাত জোটে,
ঢাকাকড়ি সব ছু হাতে লোটে।
আমি না তাদের তাড়াই যদি
তোমারে তাড়াত আমারে বধি।

কল্যাণী। ডাকাত মাধবী, ডাকাত মাধু,
সবাই ডাকাত, তুমিই সাধু!

ক্ষীরো। আমি সাধু! মা গো এমন মিথ্যে
মুখেও আমি নে, ভাবি নে চিরে।
nিই-খুই খাই ছু হাত ভরি,
ছু বেলা তোমায় আশিস করি।
কিন্তু তবু সে ছু হাত—'পরে
ছু মুঠোর বেশি কতই ধরে?
ঘরে যত আন’ মানুষ-জনকে
তত বেড়ে যায় হাতের সাথে।
হাত যে স্বজন করেছে বিধি
নেবার জন্যে জান তো দিদি।
পাড়পড়ুমির দৃষ্টি থেকে
কিছু আপনার রাখো তো চেকে,
তার পরে বেশি রহিলে বাঁকি
চাকর-বাকর আনিয়ো ডাকি।

কল্যাণী। একা বটে তুমি! তোমার সাথি।
ভাইপেো ভাইবি নাথিনি নাতি—
হাট বসে গেছে সোনার চাঁদের,
ছাটো করে হাত নেই কি তাঁদের!
তোর কথা শুনে কথা না সরে,
হাসি পায়, ফের রাগের ধরে।

ক্ষীরো। বেশি রেগে যদি কম হাসি পেত
গ্রহাব আমার শুধীরিয়ে যেত।

কল্যাণী। মালেও যাবে না আতাওধানি,
নিশ্চয় জেনেন।

ক্ষীরো। সে কথা মনি।
তাই তো ভরসা মরণ মোরে
নেবে না সহসা সাহস করে।
ওই-যে তোমার দরজা জুড়ে
বসে গেছে যত দেশের জুড়ে—
কারে বা মামীর জোটে না খাশ,
কারে বা বেটার মামীর হাঁড়।
মিছে কথা বুঝি ভরিয়া আনে,
নিয়ে যায় বুঝি ভরিয়া দানে।
নিতে চায় নিক, কত যে নিছে—
চোখে ধুলো দেবে সেটা কি ইছে?

কল্যাণী। কেন তুই মিছে মরিস ব’কে।
ধুলো দেয়, ধুলো লাগে না চোখে।
বুঝি আমি সব, এটাও জানি—
তারা যে পরিব, আমি যে রানী।
ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোড়ায় অভাব-
আমি দিয়ে সেটা আমার স্বভাব।
তাদের সুখ সে তারাই জানে,
আমার সুখ সে আমার প্রাণে।

ক্ষীরো। হলো খেয়ে গুণ গাহিত কয়ো,
দিয়ে থেকে সুখ হইত তবু।
সামনে প্রণাম পাঠাবিনে,
আড়ালে তোমার করে যে নিনে।

কল্যাণী। সামনে যা পাই তাই যথেষ্ট,
আড়ালে কী ঘটে জানেন কোথে।
সে যাই হোক গে, শুধুই তোরে—
কাল বৈকালে, বল তো মোরে,
অতিথিসেবায় অনেকগুলি
কম পড়েছিল চন্দ্রপুলি—
কেন বা ছিল না রস্করা।

ক্ষীরো। কেন কর মিছে মস্করা।
দিদিঠাকূরন! আপন হাতে
গুলো দিয়েছিম সবার পাতে
ছুটে ছুটে করে।

কল্যাণী। আপন চোখে
দেখেছি পায় নি সকল লোকে,
খালি পাত—

ক্ষীরো। ওমা! তাই তো বলি—
কোথায় তলিয়ে যায় যে চলি।
লন্ধীর পরীক্ষা

যত সামিগ্রি দিই আনিয়ে।
ভোলা ময়রার শয়তানি এ।
কল্যাণী। এক বাটি করে চুধ বরাদ্দ,
আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য!।
কৌরে। গয়লা তো নন যুধিষ্ঠির।
যত বিষ তব কুদৃষ্ঠির
পড়েছে আমারি পোড়া। অদৃষ্টে,
যত বাটা সব আমারি পৃষ্ঠে,
হায় হায়—
কল্যাণী। চের হয়েছে, আর না—
রেখে দাও তব মিথ্যে কাপ্প।।
কৌরে। সতি কাপ্পা কাবুদেশ ধারা।
ওই আসছেন মৌটিয়ে পাড়া।।

প্রতিবেশিনীগণের গ্রেবেশ

প্রতিবেশিনীগণ। জয় জয় রানী, হও চিরজয়ী!।
কল্যাণী তুমি কল্যাণমারী।।
কৌরে। ওগো রানীদিদি, শোনো ওই শোনো—
পাতে যদি কিছু হত অকূলোন
এত গলা ছেড়ে এত খুলে ওরো।
উঠিত কি তবে জয়-জয় তান?।
যদি ছু-চারটে চন্দ্রগোলি
দেবগতিকে দিতে না তুলি।।

১০
তা হলে কি আর রক্ষা থাকত—
হজম করতে বাপকে ভাকত।

calxy@. আজ তে খাবার হয় নি কথাঃ?

pr@x@. কত পাত্তে পড়ে হয়েছে নয়—
লম্বীর ঘরে খাবার কুটি।

calxy@. হাঁ গো, কে তোমার মশে উটী?
আগে তো দেখি নি।

pr@x@. আমার মধু,
তারি উটি হয় নতুন বধু—
এনেছি দেখাতে তোমার চরণে
মা জননী।

sor0. সেটা বুঝেছি ধরেনে।

বধুর প্রতি

pr@x@. প্রণাম করবে, এসো ইদিকে,
এই-যে তোমার রানীদিদিকে।

calxy@. এসো কাছে এসো, লজ্জা কাদের ?

a@t. পরাইয়া
আহা, মুখখানি দিব্য ছাদের,
চেয়ে দেখ। কৌরি।

sor0. মুখটি তো বেশ,
তা চেয়ে তোমার আংটি সরেন।

pr@x@. শুধু রূপ নিয়ে কী হবে অংশে !
সোনা দানা কিছু আনে নি সঙ্গে।

11
ললিতের পরিক্ষা

কৌরী। যাহারা এনেছিল সবি সিন্দুরকে
ঠেকেছ যতনে, বলে নিন্দুরকে।

কল্যাণী। এসো ঘরে এসো।

কৌরী। মাও গো ঘরে,
সোনা পারে শুধু বান্ধীর দরে।

[ কল্যাণী ও বধু-সহ

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম। দেখলি মাগির কাও একি!

কৌরী। কারে বাম দিয়ে কারে বা দেখি।

দ্বিতীয়। তা বলে একটা সহ হয় না।

কৌরী। অন্ত্রের বউ পরলে গয়না।
যাহার তাতে জলে যে অঙ্গ।

তৃতীয়। মাসি, জান তুমি কতই রঙ্গ—
এত ছাটিও আছে তোর পেটে
হাসতে হাসতে নাড়ী যায় ফেটে।

প্রথম। কিন্তু, যা বলো, আমাদের মাতা
নাই তার মতো এত বড়ো দাত।

কৌরী। অন্ধাং কিনা, এত বড়ো হাবা
জম দেয় নি আর কারে। বাবা।

তৃতীয়। সে কথা নিমথ্য নয় নিষ্টাত্ত।
দেখ-না সেদিন কৃষি ও কান্ত
কী ঠাকান্টাই ঠকালে মা গো।
আহা মাসি, তুমি সাথে কি রাগে।
আমাদেরই গায়ে হয় অসঙ্গ।

১২
চতুর্থী। বুঝো মহারাজা যে ঐশ্বর্য
রেখে গেছে সে কি এমনি ভাবে
পাঁচ ভূতে গুঠু ঠিকিরে খাবে।

প্রথম। দেখলি তো ভাই, কানা আনিদি
কত টাকা পেলে?

তৃতীয়। বুঝি ঠানদি
জুড়ে দিলে তার কানা-অর্থ,
নিয়ে গেল কত শীতের বন্ধ।

চতুর্থী। বুঝি মাসি তার শীত কি এতই!
কাঠা হলে চলে, নিয়ে গেল বুই।
আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে—
এ যে বাড়াবাড়ি।

প্রথম। সে কথা যাগ গে।

চতুর্থী। না না, ভাই বলি, হও-নাকে দাতা,
তা বলে খাবে কি বুদ্ধির মাথা!
যত রাজ্যের ছুঁখী কাঙাল,
যত উঁড়ে মেঁড়া মেঁড়া বাঙাল,
কানা খোঁড়া সুলো যে আসে মরতে,
বাচ-বিচার কি হবে না করতে।

তৃতীয়। দেখ-না ভাই, সে গোপালের মাকে
ছু টাকা দিলেই খেয়ে প'রে থাকে—
পাঁচ টাকা তার মাসে বরাদ্দ,
এ যে মিছিমিছি টাকার ভ্রাণ।

চতুর্থী। আসল কথা কি, ভালো নয় থাকা�।
মেয়েমান্তের এতগুলো টাকা।

তৃতীয়। কত লোকে কত করে যে রটনা—

প্রথম। সেগুলো তো সব মিথ্যে ঘটনা।

চতুর্থী। সত্যি মিথ্যে দেবতা জানে,
রটেছে তো। কথা পাঁচের কানে—
সে তো যে ভালো না।

প্রথম। যা বলিস, ভাই,
এমন মানুষ ভুবনেতে নাই।
ছোটো-বড়ো-বোধ নাইকে মনে,
মিঠি কথাটি সবার সনে।

কীর্তি। টাকা যদি পাই বাক্স ভাইরে
আমার গলাও গলাবে তোরে।
'বাপু' বললেই মিলবে ধর্গ,
'বাছা' বললেই বলবি 'ধরু গে'।
মনে ঠিক জেনে, আসল মিঠি
কথার সঙ্গে কপোর রুষ্টি।

চতুর্থী। তাও বলি বাপু, এটা কিছু বেশি—
সবার সঙ্গে এত মেশামেশি।
বড়ো লোক তুমি ভাগ্যিনেত্র,
সেইসে চাই চাল-চলন তো? 

তৃতীয়। দেখলি সেদিন শীর্ষ বাঁ গালে
আপনার হাতে ওষুধ লাগালে।

চতুর্থী। বিধু ঘোড়া সেটা নেহাত বৃদ্ধির,
তারে কেন এত বল্ল আদর।
তৃতীয়া। এত লোক আছে, কেদারের মাকে কেন বলো দেবি দিনরাত ডাকে! গয়লাপাড়ার কিছুদাসী তারি সাথে কত গলা হাসি— যেন সে কতই বন্ধু পুরোনো।
চতুর্থী। ওগুলো লোকের আদর কুড়োনো।
কৌরী। এ সংসারের ওই তো প্রথা, দেওয়া নেওয়া ছাড়া নেইকে কথা। ভাত তুলে দেন মোদের মুখে, নাম তুলে নেন পরম মুখে। ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরায়, নাম চিরদিন কর্ষ জুড়োয়।
চতুর্থী। ওই বউ নিয়ে ফিরে এল নেকি।

বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রবেশ

প্রথম। কী পেলি লো বিধু, দেবি দেবি দেবি।
দ্বিতীয়া। শুধু একজোড়া রতনচক্র।
তৃতীয়া। বিধি আজ তোরে বড়ই বড়। এত ঘটা করে নিয়ে গেল ডেকে, দেবেছিলু দেবে গয়না গা ঢেকে।
চতুর্থী। মেয়ের বিয়েতে পেয়ারি রুদ্ধি পেয়েছিল হার, তা ছাড়া চূড়ি।
দ্বিতীয়া। আমি যে গরিব নই যথেষ্ট, গরিবিদানায় সে মাগি শ্রেষ্ঠ।

১৫
লন্ধার পরিক্ষা

অন্দুকে যার নেইকো। গয়না
গরিব হয়ে সে গরিব হয় না।

চতুর্থী। বড়ো মানুষের বিচার টো নেই।
কারেও বা তাঁর ধরে না মনেই,
কেউ বা তাঁহার মাথার ঠাকুর।

প্রথম। টাকাটা সিকেটা কুমড়া কাঁকড়া
যা পাই সে ভালো, কে দেয় তাই বাম।

দ্বিতীয়। অবিচারে দান দিলেন নাই বাম।
মাথা বাঁধা রেখে পায়ের নীচে
ভরি কত সোনা পেলেম মিছে।

কৌরে। মা লন্ধীর যদি হতেন সদর
দেখিয়ে দিতেম দান কারে কয়।

দ্বিতীয়। আহা, তাই হোক, লন্ধীর বরে
তোর ঘরে যেন টাকা নাই ধরে।

প্রথম। ওলা, থামু তোরায়া, রাখু বকুনি—
রানীর পায়ের শব্দ শনি।

উচ্চেঞ্জের

চতুর্থী। আহা, জননীর অসীম দয়া,
ভগবতী বেন কমলালয়া।

দ্বিতীয়। হেন নারী আর হয় নি সৃষ্টি,
সবা-পরে তাঁর সমান দৃষ্টি।

তৃতীয়। আহা মরি, তাঁরি হস্তে আসি
সাধক হল অর্থরাশি।

১৬
লক্ষ্যীর পরীক্ষা

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী | রাত হল, তবু কিছুর কমিটি?
কষ্ট্রীয় | সবাই তোমার মনের জমিটি
নিয়েছিলেন চর্চা ছিলেন,
মই দিয়ে ক’রে ঘরোয়াছিলেন—
আমি মাঝে মাঝে বীজ ছিটিয়ে
রেনেছি ফসল আশ মিটিয়ে।

কল্যাণী | রাত হল, আজ যাও সবে ঘরে।
এই ক’রে কথা রেখো মনে ক’রে—
আমার অন্ত নাইকো বেটে,
আর সকলেরই অন্ত ঘটে।
সবার মনের মতন ভিক্ষে
দিয়ে যদি হত কল্যাণীকে
ঘুঁত ধরে যেত— আমি তো তুচ্চ।
নিজে করলে যাব না মুচ্ছে,
তবু এ কথাটা ভেবে দেখো দিদি—
ভালো কথা বলা শক্ত বেশি কি?

ছাত্রী | কী বলছিলেম ছিল সেই কথা?
কষ্ট্রীয় | না গো না, তা নয়, এটুকু সে বোঝে—
সামনে তোমরা যেটুকু বাড়ালে
সেটুকু কমিষ্যে আনবে অড়োলে।
উপকার যেন মধুর পাত্র,
ছুটন করতে গলে যে গাত্র—

[ প্রশ্নান ]

১৭
চতুর্থী।
মিথ্যে না তাই! সামলে চলিস।
যাই মুখে আসে তাই যে বলিস।
পালন যে করে সে হল মা-বাপ,
তাহারি নিন্দে সে যে মহাপাপ।
এমন লক্ষ্মী, এমন সতী,
কোথা আছে হেন পুণ্যবতী?
যেমন ধনের কপাল মন্ত
তেমনি দানের দরাজ হন্ত,
যেমন রূপসী তেমনি সাধো—
খুঁত ধরে তাঁর কাহার সাধ্যি!
দিস নেকো দোষ তাহার নামে।

তৃতীয়া।
তুমি থামলে যে অনেক থামে।

দ্বিতীয়া।
আহা, কোথা হতে এলেন গুরু!
হিরিযো আর কোবো না শুরু।
ঢাঁচ ধর্মৰ খার পাঠিটা।
তোমার মুখে যে শোনায় ঠাট্টা।

ক্ষুদ্র।
ধর্মও রাখো, ঘৃঢ়াও থাকু,
গলা ছেড়ে আর বাজিয়ে না চাক।

১৮
লক্ষ্মীর পরীক্ষা

পেট ভরে খেলে, করলে নিনে,
বাড়ি ফিরে গিয়ে ভজো গোবিন্দে।

[ প্রতিবিশিষ্টীনগণের প্রথান

ওরে বিনি, ওরে কিনি, ওরে কাশী।

বিনি কিনি কাশীর প্রবেশ

কাশী। কেন দিদি?
কিনি। কেন খুড়ি?
বিনি। কেন মাসি?
কীরো। ওরে, খাবি আয়।
বিনি। কিছু নেই খেলে।
কীরো। খেয়ে নিতে হয় পেলেই শুরু হবে।
কিনি। রসকর খেয়ে পেট বড়ে ভার।
কীরো। বেশি কিছু নয়, শুধু গোটা চার ভোলা ময়রার চম্পুলি।
দেখ, দেখি ওই ঢাকনা খুলি—
তাই মুখে দিয়ে ছ’বাটীখানিক
ছুঢ় খেয়ে শোও লক্ষ্মীমানিক।

কাশী। কন খাব, দিদি, সমস্ত দিন।
কীরো। খাবার তো নয় খিদের অধীন।
পেটের জালায় কন লোকে ছোটে,
খাবার কি তার মুখে এসে ছোটে?
ছুঢ়ী গরিব কাঙাল ফতুর
চাষাভূষা মুটে অনাথ অতুর

১৯
লক্ষার পরীক্ষা

কারে। তো থিদের অভাব হয় না—
চন্দ্রপুলিটা সবার রয় না।
মনে রেখে দিস মেটার যা দর—
খাবার চাইতে থিদের আদর।
হীরে বিনি, তোর চিরনি রূপের
dেখছি নে কেন থোপার উপর?

বিনি। সেটা ও-পাড়ার খেতার মেয়ে
কেঁদেকেটে কাল নিয়েছে চেয়ে।

কীরে। ওই রে, হয়েছে মাথাটি খাওয়া।
তোমারও লেগেছে দাতার হাওয়া।

বিনি। আহা, কিছু তার নেই যে মাসি।

কীরে। তোমারি কি এট টাকার রাশি?

গরিব লোকের দয়াময়া রোগ
সেটা যে একটা ভারী ছুর্বাহু না?

না না, যাও তুমি মায়ের বাড়িতে—
হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়ীতে।
রানী যদি দেয় ফুরোয় না, তাই
দাঁ করে তার কোনো কষ্টি নাই।

তুই যেটায় দিলি রইল না তোর,
এতেও মনটা হয় না কার্তৰ?

ওরে বোকা মেয়ে, আমি আরে। তোরে
আনিয়ে নিলেম এই মনে করে
কী করে কুড়োতে হইবে ভিক্ষে
মোর কাছে তাই করবি শিক্ষে।

২০
লম্বীর পরীক্ষা

কে জানত তুই পেট না ভরতে
উল্টো বিঠে শিখবি মরতে! —
হঠা হয় রাইল বাটির তলায়,
ওইটুকু বুঝি গলে না গলায়?
আমি মরে গেলে যত মনে আশ
কোরে দান ধ্যান আর উপবাস।
ততদিন আমি রয়েছি বর্তে
দেব না করতে আত্মহত্যা।
খাওয়াদাওয়া হল, এখন তবে
রাত হল চের, শোও গে সবে।

[ কিনি দিনি কাশীর প্রহান]

কল্যানির গ্রবেশ

ওগো দিদি, আমি বীচি নে তো আর—

কল্যানি। সেটা বিধাস হয় না আমার।
তবু কী হয়েছে শুনি ব্যাপারটা।

কীরো। মাইরি দিদি, এ নয়কে ঠাট্টা।
দেশ থেকে চিঠি পেয়েছি মামার,
বীচি কি না বীচি খুঁড়িটি আমার—
শক্ত অসুখ হয়েছে এরার,
টাকাকড়ি নেই ওয়ুঢ় দেবার।

কল্যানি। এখনো বছর হয় নি গত,
খুঁড়ির আগে নিলি যে কত।

কীরো। হঁই হঁই, বটে বটে, মরেছে বেটি—

২১
লন্ধীর পরীক্ষা

খুঁড়ি গেছে, তবু আছে তো জেটি।
আহা রানীদিদি, ধন্ত তোরে
এত রেখেছিস স্মরণ করে।
এমন বুদ্ধি আর কি আছে।
এড়ায় না কিছু তোমার কাছে।
কাঁকি দিয়ে খুঁড়ি বাঁচবে আবার,
সাধ্য কি আছে সে তার বাবার।
কিন্তু, কখনো আমার সে জেটি
মরে নি পূর্বে, মনে রেখো সেটি।

কল্যাণী।
মরেও নি বটে, জন্মে নি কুঞ্জ।

কীরো।
এমন বুদ্ধি, দিদি, তোর— তবু
সে বুদ্ধিখানি কেবলই খেলায়
অনুগত এই আমারি বেলায়।

কল্যাণী।
চেয়ে নিতে তোর মুখে ফোটে কাঁটা।
না বললে নয় মিথ্যে কথাটা।
ধরা পড়ে, তবু হও না ভর্ত? এই সাত

কীরো।
'দাও দাও' ও তো একটা শব্দ,
ওটা কি নিঃস্ব শোনায় মিষ্টি?
মাঝে মাঝে তাই নতুন শ্রুতি
করতেই হয় খুঁড়ি-জেটিমার।
জান তো সকলই, তবে কেন আর
লজ্জা দেওয়া।

কল্যাণী।
অমনি চেয়ে কি
পাস নি কখনো, তাই বলু দেখি।

২২
ফৌরাই। মরা পাখির মেরে শিকার করে
তবে তো বিড়াল মুখেতে পোঁরে।
সহজেই পাই, তবু দিয়ে ফাঁকি
থাকাটাকে যে শান দিয়ে রাখি!
বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে
প্রয়োজন-কালে ঠিক সে থাকে!
সত্তা বলছি, মিথ্যে কথায়।
তোমারও কাছেতে ফল পাওয়া যায়।

কল্যাণী। এবার পাবে না।

ফৌরাই। আচ্ছা, বেশ তো,
সেজন্তে আমি নইকে। ব্যস্ত।
আজ না হয় তো কাল তো হবে—
ততখন মোর সব সবে।
গা ছুঁয়ে কিছু বলছি তোমার—
খুঁড়িতার কথা তুলব না। আর।

[ কল্যাণীর হাসিয়া প্রহান

হরি বলে মন! পরের কাছে
আদায় করার সূখেও আছে;
সূখেও চের।— হে মা লক্ষীটি,
তোমার বাহন পোঁচাপক্ষীটি
এত ভালোবাসে এ বাড়ির হাওয়া,
এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া,
তুলে কোনোদিন আমার পানে
তোমারে যদি সে বহিয়া আনে—

২৩
লন্ধীয় পরীক্ষা

মাথায় তাহার পরাই সিঁহুর,
জলপান দিয়া আশিতা ইহুর,
খেয়েদেরে শেষে পেটের ভারে
পড়ে থাকে বেটা আমারি ধারে—
সোনা দিয়ে ডানা বাঁধাই, তবে
ওড়াই পথ বন্ধ হবে।

লন্ধীয় আবৃত্তি

কে আবার রাতে এসেছ আলাতে,
দেশ ছেড়ে শেষে হবে কি পালাতে!
আর তো পারি নে।

লন্ধী।

পালাব তবে কি?

যেতে হবে দূরে।

কীরো।

রোসো রোসো, দেখি।
কি পরেছ ওটা মাথায় ওপর?
দেখাছে যেন হীরের টোপর!
হাতে কি রয়েছে সোনার বাঙ্কে
দেখতে পারি কি? আঁচ্ছা, থাকু সে।
এত হীরে সোনা কারো তো হয় না—
ওগুলো তো নয় গিলটি গয়না?
এগুলি তো সব সােচা পাথর?
গায়ে কি মেঝেছ, কিসের আতর?
ভুর ভুর করে পদ্মাঙ্গ।
মনে কত কথা হতেছে সন্ধা।
লম্বীর পরীক্ষা

বোসো বাছা, কেন এলে এত রাতে?
আমারে তো কেউ আসে নি ঠকাতে?
যদি এসে থাকে, কৌতুকে তা হলে
চিনতে পারে? নি সেটা রাথি ব'লে।
নাম কী তোমার বলো। দেখি খাঁটি—
মাথা খাও, বোলো। সত্য কথাটি।

লম্বী।
বোলো একটা তো নয়, অনেক যে নাম।

কৌরো।
হাঁ হাঁ, থাকে বরে স্নাম বেনাম
ব্যাবস। যাদের ছলনা করা।
কেন কোথাও পড় নি ধরা?

লম্বী।
ধরা পড়ি বরে হুই-দশ দিন,
বাঁধন কাটিয়ে আবার ঘাবীন।

কৌরো।
হেয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে—
অমন করলে হবে না নুবিখে।
নামটি তোমার বলো অকপটে।

লম্বী।

কৌরো।
তেমনি চেহারাও বেটে।
লম্বী তো আছে অনেকগুলি,
তুমি কোথাকার বলো তো খুলি।

লম্বী।
সত্য লম্বী একের অধিক
নাই ত্রিভূবনে।

কৌরো।
ঠিক ঠিক ঠিক!

tাই বলো মা গো, তুমিই কি তিনি?
আলাপ তে নেই, চিনতে পারি নি।

২৫
চিনতেম যদি চরণজোড়া
কপাল হত কি এমন পোড়া !
এসো, বোসো, ঘর করোসে আলো।
পোঁচাদাদা মোর আছে তো ভালো ?
এসেছ যখন, তখন মাতঃ,
তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না তো।
জোগাড় করছি চরণ-সেবার—
সহজ হস্তে পড় নি এবার।
সেয়ানা। লোকেরে কর না মায়া।
কেন যে জানি তা বিস্মৃত্যায়।
না খেয়ে মরে না বুদ্ধি থাকলে,
বোকারই বিপদ তুমি না রাখলে।
লক্ষ্মী। প্রতারণা করে পেটটি ভরাও,
ধরেরে তুমি কিছু না ডরাও ?
কৌরো। বুদ্ধি দেখলে এগোও না গো,
তোর দয়া নেই কাজেই মা গো—
বুদ্ধিমানেরা পেটের দায়
লক্ষ্মীমানের ঠিকিয়ে থায়।
লক্ষ্মী। সরল বুদ্ধি আমার প্রিয়,
বাইকা বুদ্ধিরে থিক জানিয়া।
কৌরো। ভালো। তলায়ার যেমন বাইকা
তেমনি বক্ত বুদ্ধি পাকা।
ও জিমিস বেশি সরল হলে
নির্বুদ্ধি তো তারেই বলে।

২৬
লন্ধীর পরীক্ষা

তালো মা গো, তুমি দরা করো যদি বোকা হয়ে আমি রব নিরবধি।

কল্যাঙ্গী | তোর অমন প্রভু—
তারও, দদ্যা, ঠকাও তবু।

কীরো | অদূরে শেষে এই ছিল মোর,
যার লাগি চুরি সেই বলে চোরে।
ঠকাতে হয় যে কপাল-দোষে,
তোরে ভালোবাসি বলেই তো সে।
আর ঠকাব না, আরামে ঘুমিয়ে—
আমারে ঠিকো যেমন না তুমিও।

লন্ধী | বড়বাব তোমার বড়সী রুপকি।

কীরো | তাহার কারণ আমি যে চূংবাঁ।
তুমি যদি করো রসের বৃষ্টি
রসরস্তা হবে আপনি মিষ্টি।

লন্ধী | তোরে যদি আমি করি অশ্রুয়
যশ পাব কিনা সনেহে হয়।

কীরো | যশ না পাও তো কিসের কড়ি?
তবে তো আমার গলায় দড়ি।
শের মুখেতে দিলেই আমি
শেরমুখে উঠে দেখা দেখ।

লন্ধী | প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে?

কীরো | একবার তুমি করো পরীক্ষে।
পেট ভরে গেলে যা থাকে বাকি
সেটি দিয়ে দিতে শুন্তটা কি?

২৭
দানের গরবে যিনি গরবিনি
তিনি হোন আমি, আমি হই তিনি।
দেখবে তখন তাহার চালটা,
আমারি বা কত উল্টো-পাল্টা।
দাসী আছি, জানি দাসীর যা রীতি—
রানী করো, পাব রানীর প্রকৃতি।
তাঁরও যদি হয় মৌর অবস্থা)
স্থায় হবে না এমন সত্তা।
তাঁর দমাটুকু পাবে না অর্থে,
বায় হবে সেটা নিজেরই জগতে।
কথার মধ্যে মিলিত অংশ
অনেকখানিই হবেক ধ্রংস।
দিতে গেলে কড়ি কড়ু না সরবে,
হাতের তেলোর কামড়ে ধরবে।
ভিক্ষে করতে, ধরতে হু পায়
নিত্যঃ নতুন উঠবে উপায়।

লক্ষ্য।
তথাপি, রানী করে দিন তোকে।
দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোকে।
কিন্তু, সদাই থেকে সাবধান,
আমার যেন না হয় অপমান।
দ্বিতীয় দৃশ্য

রানীরেশে ক্ষীরো ও
tাহার পারিষদবর্গ

ক্ষীরো। বিনি।
বিনি। কেন মাসি?
ক্ষীরো। মাসি কী রে মেয়ে!

dেখি নি তো আমি বোকা তোর চেয়ে।
কাঙাল ভিধিরি কলু মালী চাষী
তারাই মাসিরে বলে শুধু 'মাসি'।
রানীর বোনর্বি হয়েছ ভাগ্গো,
জান না আদব? মালতী।

মালতী। আজে!।
ক্ষীরো। রানীর বোনর্বি রানীরে কী ডাকে
শিষ্যরে দে ওই বোকা মেয়েটাকে।
লক্ষ্যের পরীক্ষা

মালতী। হই হই, শুধু মাসি বলে কি রানীকে! রানীমাসি বলে, রেখে দিয়ে। শিখে।
ক্ষীরে। মনে থাকবে তো? কোথা গেল কাশী?
কাশী। কেন রানীদিদি?
ক্ষীরে। চার-চার দাসী
নেই যে সঙ্গে?
কাশী। এত লোক মিছে। কেন দিনরাত লেগে থাকে পিছে!
ক্ষীরে। মালতী!
মালতী। আড়ে!
ক্ষীরে। এই মেয়েটাকে শিখিয়ে দে কেন এত দাসী থাকে।
মালতী। তোমরা তো নও জেলেনি তাতিনিক, তোমরা হও যে রানীর নাতিনি। যে নবাববাড়ি এনু আমি তোমরা সেখা বেগমের ছিল পোষা বেঁধে, তাহারি একটা ছোটো বাচ্চার পিছনাতে ছিল দাসী চার-চার—তা ছাড় সেপাই।
ক্ষীরে। শুনলি তো কাশী?
কাশী। শুনেছি।
ক্ষীরে। তা হলে ডাক্তোর দাসী। কিনি পোড়ামুখি!
কিনি। কেন রানীখুঁড়ি?
ফারো। হাই তুললেম, দিলি নে যে ছুঁড়ি?
মালতী। মালতী। আঁছে!
ফারো। শেখাও কায়দা।
মালতী। এত বলি, তুরু হয় না ফায়দা!
বেগম-সাহেব যখন হাচেন
ছুঁড়ি তুল হলে কেহ না বাচেন।
তখনি শুলেতে চাড়িয়ে তারে
নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে।
ফারো। সোনার বাটায় পান দে তারিগি!
কোথা গেল মোর চামরারিগি?
তারিগি। চলে গেছে ছুঁড়ি। সে বলে, ‘মাইনে
চেয়ে চেয়ে তুরু কিছুতে পাই নে।’
ফারো। ছোটোলোক বেটি হারামজ্যাদি
রানীর ঘরে সে হয়েছে বাঁধি,
তুরু মনে তার নেই সত্যায—
মাইনে পায় না বঁচলে দেয় দোষ!
পিঁপড়ের পাখা কেবল মরতে।
মালতী।
ফারো। মাগিরে ধরতে
পাঠাও আমার ছ-ছয় পেয়াড়া—
না না, যাবে আরো ছুঁড়ন জেয়াড়া।
কী বল মালতী!

৩১
মলতী। দশ্যর তাই !
ফৌর। হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে আনা চাই।
তারিণী। ও পাড়ার মতি রানীমাতাজির
চরণ দেখতে হয়েছে হাজির।
ফৌর। মলতী !
মলতী। আজে !
ফৌর। নবাবের ঘরে
কোন কায়দায় লোকে দেখা করে ?
মলতী। কুনিশ ক'রে ঢোকে মাথা হুরে,
পিছু হটে যায় মাটি ছুড়ে ছুড়ে।
ফৌর। নিয়ে এসো সাথে, যাও তো মলতী,
কুনিশ ক'রে আসে যেন মতি।

মতিরকে লইয়া মলতীর পুনঃপ্রেরণ
মলতী। মাথা নিচু করো। মাটি ছোঁও হাতে,
লাগাও হাতটা নাকের ডগাতে।
তিন পা এগোও, নিচু করো মাথা।
মতি। আর তো পারি নে, ঘাড়ে হল ব্যথা।
মলতী। তিনবার নাকে লাগাও হাতট।
মতি। টন্ন টন্ন করে পিঠের বাঁটা।
মলতী। তিন পা এগোও, তিনবার ফেরৎ
খুলো তুলে নেও ডগায় নাকের।
মতি। ঘাট হয়েছিল এসেছি এ পথ,
এর চেয়ে সিদ্ধ নাকে দেওয়া খুচ।

৩২
জর রানীমার! একাদশী আঞ্জি—

কৌরা। রানীর জ্যোতিভী শুনিয়েছে পাঁজি।
কবে একাদশী, কবে কোন্ বার
লোক আছে মোর তিথি গোনবার।

মতি। টাকাটা সিকেটে যদি কিছু পাই
‘জয় জয়’ বলে বাড়ি চলে যাই।

কৌরা। যদি না’ই পাও তবু যেতে হবে,
কুনিশ করে চলে যাও তবে।

মতি। ঢড়া ঢড়া টাকা ঘরে গড়াগড়ি,
তবু কড়াকড়ি দিতে কড়াকড়ি।

কৌরা। ঘরের জিনিস ঘরেরই ঢড়ায়
চিরিদিন যেন ঘরেই গড়ায।

মালতী।

মালতী। আড়ে! 

কৌরা। এবার মাগিরে
কুনিশ করে নিয়ে যাও ফিরে।

মতি। চললেম তবে—

মালতী। রোসা, ফিরে নাকে।
তিনবার মাটি তুলে নাকে মাখে।
তিন পা কেবল হটে যাও পিছু—
গোড়া না উপেটে, মাথা করে নিচ।

মতি। হায়, কোথা এই? বরল না পেট,
বারে বারে শূথ মাথা হল হেঁট।

আহা, কল্যাণি রানীর ঘরে

৩৩
কর্ণ জুড়োয় মধুর মুর্খ—
কড়ি যদি দেন অমূল্য তাই,
হেথা হীরে মোতি সেও অতি ছাই।

কন্তী। সে ছাই পাবার ভরসা কোরো না।
মালতী। সাবধানে হঠা, উপে পোড়া না।

[মতির প্রথান]

কন্তী। বিনি।
বিনি। রানীমাসি।
কন্তী। একগাছি চুড়ি
হাত থেকে তোর গেছে নাকি চুরি?
বিনি। চুরি তো যায় নি।
কন্তী। গিয়েছে হারিয়ে?
বিনি। হারায় নি।
কন্তী। কেউ নিয়েছে ভাড়িয়ে?
বিনি। না গো রানীমাসি।
কন্তী। এটা তে মানিস—
পাখা নেই তার! একটা ভিনিস
হয় চুরি যায়, নয় তো হারায়,
নয় মারা যায় ঠগের দারায়,
তা না হলে থাকে— এ ছাড়া তাহার
কী যে হতে পারে জানি নে তে। আর।
বিনি। দান করেছি সে।

৩৪
রানীর পরীক্ষা

কীরো। দিয়েছিস দানে?
ঠিকিরেছ কেউ, তারি হল মানে।
কে নিয়েছ বলু।

বিনি। মলিকা দাসী।
এখন গোটা নেই রানীমাসি,
ঘরে আছে তার সাত ছেলে মেয়ে—
মাস পাঁচ-ছয় মাইনে না পেয়ে
খরচপত্র পাঠাতে পারে না,
দিনে দিনে তার বেঁধে যায় দেনা,
ফেদে ফেদে মরে, তাই চুড়িগাছি
স্বর্ণে তাতারে দান করিয়াছি।
অনেক তে চুড়ি আছে মোর হাতে,
একখানা গেলে কী হবে তাহাতে?

কীরো। বোকা মেয়েটার শোনো ব্যাখ্যাকা।
একখানা গেলে গেল একখানা,
সে যে একেবারে ভারী নিশ্চয়।
কে না জানে যেটা রাখ সেটা রয়,
যেটা দিয়ে ফেলে সেটা তো রয় না—
এর চেয়ে কথা সহজ হয় না।
অলিখ্যা যাদের আছে
দানে যশ পায় লোকের কাছে।
ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে,
যত দেও তত পেত বেঁধে চলে,
কিছুতে ভরে না লোকের খার্ব।
লক্ষ্যর পরীক্ষা

ভাবে আরো ঢের দিতে যে পারত।
অতএব, বাছা, হবি সাবধান—
বেশি আছে বলে করিস নে দান।
মালতী!

মালতী। আছে!
কোরা। বোকা মেয়েটি এ,
এবং ছুটে কথা দাও সম্বিধানে।

মালতী। রানীর বোনবো রানীর অঘ,
তফাতে থাকবে উচ্চ বংশ—
দান করা-টরা যত হয় বেশি
গরিবের সাথে তত বেঁসাবেঁসি।
পুরোনো শাত্রে দিয়েছে শোলোক,
গরিবের মতো নেই ছোটোলোক।

কোরা। মালতী!
মালতী। আছে!
কোরা। মলিকাটারে

আর তো রাখো না!

মালতী। তাড়াব তাহারে।
ছেলেমেয়েদের দয়ার চচ্চা
বেঙে গেলে, সাথে বাড়িতে খরচা।

কোরা। তাড়াবার বেলা হয়ে আন্তরান
বালাটা-বুদ্ধ যেন তাঁড়িয়ে না।
বাহিরের পথে কে বাজার বীর্ধি,
দেখে আর মোর ছব-ছর দাসী।

৩৬
কৃষ্ণে। রানীর বাড়ির সামনের পথে বাজিয়ে যাচ্ছে কী নিয়ম-মতে! বাঁশির বাজনা রানী কি সইবে! মাথা ধরে যদি থাকত দৈবে। যদি ঘুমোনেন, কাচা ঘুমে জেগে অনুরখ করত যদি রেঢ়েমবে।
মালতী।
মালতী। আজ্জে!
কৃষ্ণে। নবাবের ঘরে এমন কাওঁ ঘটলে কী করে?
মালতী। যার বিয়ে যায় তারে ধরে আনে— হুই বাঁশিওয়ালা তার ছই কানে কেবলই বাজায় হুটো-হুটো বাঁশি, তিন দিন পরে দেয় তারে ফাঁসি।
কৃষ্ণে। ডেকে দাও কোথা আছে সদীর, নিয়ে যাক দশ জুতোবদর — ফি লোকের পিঠে দশ যা চারুক সপাসপ বেগে সজোরে নাবুক।
মালতী। তব যদি কারও চেতনা না হয়, বলনুক দিলে হবে নিশ্চয়।
প্রথম। ফাঁসি হল মাফ, বড়ো গেল বেঁচে—

৩১
লাম্বার পরীক্ষা

'জুয় জয়' বঁলে বাড়ি যাবে নেচে।

দ্বিতীয়। মৃস্ন্ত ছিল তাদের থেকে,
চাবুক ক' যা তে অমূল্য।

তৃতীয়া। বলিস কী ভাই, ফাড়া গেল কেটে—
আহ। এত দয়া রানীমার পেটে।

কৌর। থাম তোরা, শুনে নিজ গুণগান
লঙ্গায় রাঙ হয়ে ওঠে কান।

বিনি।

বিনি। রানীমাসি।

কৌর। প্রিয় হয়ে রবি।
হাইফাই কি রো বড়ো বেয়াদবি।
মালতী।

মালতী। আচ্ছা।

কৌর। নামেরা এখানে।

বিনির প্রতি

মালতী। রানীর ঘরের ঘেলেমেয়েদের
ছুটী কর। ভারী নিদর্শ।
ইতর লোকেরই ঘেলেমেয়েগুলো।
হেসেছুলে ছুটে করে খেলাধুলা।
রাজারানীদের পুত্রকারে।
অধীর হয় না কিছুই জড়তে।
হাত-পা সামলে খাড়া হয়ে থাকে,
রানীর সামনে নাকোঁ খোঁড়া নাকে।

৩৮
ক্ষীরো। ফের গোলমাল করছে কাহারা?
দরজায় মোর নাই কি পাহারা?
তারিণী। পুজারা এসেছে নালিশ করতে।
ক্ষীরো। আর কি জায়গা ছিল না মরতে?
মালতী। পুজার নালিশ শুনবে রাজ্ঞী,
ছোটোলোকদের এত কি ভাষ্যি!
প্রথম। তাই যদি হবে তবে অগণ্য
নোকর চাকর কিসের জন্য?
দ্বিতীয়। নিজের রাজ্যে রাখতে দৃষ্টি
রাজারানীদের হয় নি স্থান্তি।
তারিণী। পুজারা বলছে, কম্চারী
পীড়ন তাদের করছে তারী।
নাই দয়া মায়া, নাইকে ধর্ম,
বেচে নিতে চায় গায়ের চম।
বলে তারা, 'হায়, কী করেছি পাপ—
এত ছোটো মোরা, এত বড়ো চাপ!'
ক্ষীরো। সর্বোৎসর্গ ছোটো তবু সে ভোগায়,
চাপ না গেলে কি তৈল জেগায়?
টাকা জিনিসটা নয় পাকা ফল,
টুপ করে খৎসে ভরে না আঁচল—
ছিড়ে, নাড়া দিয়ে, ঠেঁকার বাড়িতে
তবে ও জিনিস হয় যে পাড়িতে।
তারিণী। সেবে সেই মা, তোমার খাজনা
বংশনা করা তাদের কাজ না।

৩৯
লন্ধীর পত্রিকা

তারা বলে, যত আমলা তোমার মাইনে না পেয়ে হয়েছে গোঁড়ার।
লুটপাট করে মারছে প্রাঞ্জল,
মাইনে পেলেই থাকবে সোজা।

কোনো। রানী বট, তবু নইকো বোকা,
পারবে না দিতে নিখো দোকা—
করবেই তারা দম্প্যার্থি,
মাইনেটা দেওয়া নিখোন্মিথি।
প্রাঞ্জলের ঘরে ডাকাতি করে,
তা বলে করবে রানীরও ঘরে?

তারিণী। তারা বলে, রানী কল্যাণী যে
নিজের রাজ্য দেখেন নিজে।
নালিনি পোনেন নিজের কানেই,
প্রাঞ্জলের পরে জুঁলুমটা নেই।

কোনো। ছোটো মুখে বলে বড়ো কথাগুলো—
আমার সঙ্গে অণের তুলা?
মালতী।

মালতী। আঘাতে!

কোনো। কী কর্তব্য?

মালতী। জরিমানা দিক যত অসভ্য
এক-শো এক-শো।

কোনো। গরিব ওরা যে,
তাই একেবারে এক-শোর মাঝে
নববই টাকা করে দিন্তু মাপ।

80
প্রথম। আহা, গরিবের ভুমিই মা-বাপ।
বিতৃত। কার মুখ দেখে উঠেছিল গ্রামীণ,
নরবই টাকা পেল হাতে হাতে।
তৃতীয়। নরবই কেন, যদি ভেবে দেখে
আরো দের টাকা নিয়ে গেল টাকােকে।
হাজার টাকার ন-শো নরবই
চোখের পলকে পেল সবই।
চতুর্থ। এক দমে ভাই, এত দিয়ে কেলা,
আঁচে কে পারে— এ তো নয় খেলা।
কীরো। বলিস নে আর মুখের আগে,
নিজগুলো শুনে শরম লাগে,
বিনি।
বিনি। রানীমাসী।
কীরো। হঠাৎ কী হল,
ফোস ফোস করে কাদিস কেন লো?
দিনরাত আমি বকে বকে খুন,
শিখলি নে কিছু কায়দা-কাহানী?
মালতী।
মালতী। আঘো!
কীরো। এই মেয়েটাকে
শিক্ষা না দিলে মান নাহি থাকে।
মালতী। রানীর বোনঝি জগতে মাঙ্গা,
বোঝ না এ কথা অতি সামাজ—
সাধারণ যত ইতর লোকেই।
লজ্জার পরীক্ষা

মাইনে চুয়ের চোখের নিম্নে চাকরি।
বাড়া দিয়ে এখান কানের মাকড়ি।
ধার করে থেকে পরের পৌষাগামি,
এখন কখনো গুনি নি তো আমি।
মাইনে চুকিয়ে দাও— তা না হলে
ছুটি দাও, আমি ঘরে যাই চলে।

কারে।
মাইনে চুকোলো নয়কো মন্দ,
তবু ছুটিটাই মোর পছন্দ।
বড়ো বংশট মাইনে বাঁটিতে
হিসেব-কিংবা হয় যে ঘাটিতে।
ছুটি দেওয়া যায় অতি সহজ,
খুলতে হয় না খাতাগত্র।
ছ-ছয় পেয়াদা ধরে আসি কোমল,
নিমেশ ফেলতে কর্ম-নিকেশ।
মালতী।

আজে! মালতী।

সাথে যাও ওর—
বেড়ে-বুড়ে নিয়ে। কাপড়-চোপড়,
ছুটি দেয় যেন দরোয়ান যত
হিন্দু-হানি দক্ষরত।
লক্ষ্যীর পরীক্ষা

মালতী। বুঝেছি রানীজি!
কীরো। আচ্ছা, তা হলে।
কুনিশ করে যাক বেটি চলে।

[ কুনিশ করাইয়া দাসীকে বিদায়]

দাসী। ছয়ারে, রানীমা, দাড়িয়ে আছে কে—
বড়ো লোকের বি মনে হয় দেখে।
কীরো। এসেছে কি হাতি কিন্তু রথে?
দাসী। মনে হল যেন হেঁটে এল পথে।
কীরো। কোথা তবে তার বড়োলোকের?
দাসী। রানীর মতন যুবকটি সত্য।
কীরো। মুখে বড়োলোক লেখা নাহি থাকে,
গাড়িগোড়া দেখে চেনা যায় তাকে।

নালটীর প্রবেশ

মালতী। রানী কল্যাণী এসেছেন দারে
রানীজির সাথে দেখা করিবারে।
কীরো। হেঁটে এসেছেন?
মালতী। শুনছি তাই তো।
কীরো। তা হলে হেথায় উপায় নাই তো?
নিঃসন্দেহ আসন কে তাহারে দেয়?
নিঃসন্দেহ আসনটা সেও অস্বায়।
এ এক বিষম হল সমিশ্রে,
মীমাংসা এর কে করে বিশ্বে।

প্রথম। মাঝখানে রেখে রানীজির গদি

৪৩
লঙ্ঘন পরীক্ষা

তাহার অসন দূরে রাখি যদি?

দ্বিতীয়। ঘুরায়ে যদি এ অসনখানি
পিছন ফিরিয়া বসেন রানী?

তৃতীয়। যদি বলা যায় ‘ফিরে যাও আজ—
তালো নেই বড়ো রানীর মেজাজ’?

কৌরা। মালতী!

মালতী। আজে চল।

কৌরা। কী করি উপায়?

মালতী। দাড়িয়ে দাড়িয়ে যদি সারা যায়
দেখাশোনা, তবে সব গোল মেটে।

কৌরা। এত বৃদ্ধিও আছে তোর পেটে!
সেই তালো। আগে দাড়া সার বাধি
আমার এক-শো-পাঁচশটে বাধি।

ও হল না ঠিক— পাঁচ পাঁচ ক’রে
দাড়া ভাগে ভাগে— তোরা আয় সবে——
না না, এই দিকে— না না, কাজ নেই,
সারি সারি তোরা দাড়া সামনেই——
না না, তা হলে যে মুখ যাবে ঢেকে,
কোনাকুনি তোরা দাড়া দেধি বেঁকে।

আজ্জু, তা হলে ধ’রে হাতে হাতে
খাড়া থাকু তোরা একটু তফাতে।
শশী, তুই সাজ্জ ছত্রধারিণী,
চামরটা নিয়ে দোলাও তারিণী।
মালতী।
মালতী। আজের!
ঈরো। এইবার তারে
ডেকে নিয়ে আয় মোর দরবারে!

কিনি, বিনি, কাশী, স্বির হয়ে থাকো—
খবরার কেউ নোড়ে চোড়ে নাকো।
মোর হুই পাশে দাঁড়াও সকলে
হুই ভাগ করি।

কল্যাণী ও মালতীর প্রবেশ

কল্যাণী। আছ তো কুশলে?
ঈরো। আমার চেষ্টা কুশলেই থাকি,
পরের চেষ্টা দেবে মোরে ফাঁকি—
এইভাবে চলে জগৎকূল
নিজের সঙ্গে পরের যুদ্ধ।

কল্যাণী। ভালো আছ বিনি?
বিনি। ভালোই আছি মা—

ঈরো। বিনি, করিস নে মিছে গোলমোগ—
ঘুচল না তোর কথা-কওয়া রোগ?

কল্যাণী। রানী, যদি কিছু না করে মনে,
কথা আছে কিছু কব গোপনে।

ঈরো। আর কোথা যাব, গোপন এই তো,
তুমি আমি ছাড়া কেহই নেই তো।
লন্ধীর পরীক্ষা

এরা সব দাসী, কাজ নেই কিছু,
রানীর সঙ্গে ফেরে পিছু-পিছু।
হেথা হতে যদি করে দিব দূর
হবে না তো সেটা ঠিক দূর্বল।
কী বল মালতী?

মালতী। আজ্ঞে, তাই তে।

দক্ষরসত চলাই চাই তে।

ফারো। সোনার বাটাটা কোথায় কে জানে।
খুঁজে দেখু দেখি।

দাসী। এই-যে এখানে।

ফারো। ওটা নয়, সেই মুঠে-বসানো।
আর একটা আছে, সেইটেই আনো।

অন্য বাটা অনযদ

খয়েরের দাগ লেগেছে ডালায়—
বাঁচি নে তো আর তোদের ডালায়।
তবে নিয়ে আয় চুনীর সে বাটা—
না না, নিয়ে আয় পান্না-দেওয়া।

কল্যাণী। কথাটা আমার নিই তবে ব’লে।
পাঠান বাদশা অনায় ছলে
রাজ্য আমার নিয়েছেন কেন্দ্রে—

ফারো। বল কি! তা হলে গেছে ফুলবেড়ে,
গিরিধরপুর, গোপালনগর
কানাইগঞ্জ।—

৪৬
কল্যাণী। সব গেছে মোর।
কীরো। হাতে আছে কিছু নগদ ঠাকা কি?
কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে, কিছু নেই বাকি।
কীরো। আদৃতে ছিল এত ছুক তোর!
গয়না যা ছিল হীরে-মুক্তোর,
সেই বড়ো বড়ো নীলার কঠি,
কানবালা-জোড়া বেড়ে গড়নাট, 
সেই-যে চুনীর পাঁচনলি হার,
হীরে-দেওয়া সিঁখি লক্ষ টাকার—
সেগুলো নিয়েছে বুঝি লুটে-পুটে?
কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে সেগোরা জুটে।
কীরো। আহা, তাই বলে, বহনজনমান
পদপত্রে জলের সমান।
দামি তৈলস ছিল যা পুরোনো।
চিন্তও তার নেই বুঝি কোনো?
সে কালের সব জিনিস-পত্র—
আসাসটাগুলো, চামর-ছর,
ঠান্দোয়া-কানায়, গেছে বুঝি সব?
শাক্তে যে বলে ধননবীভব
তড়িৎ-সমান, মিঠে সে নয়।
এখন তা হলে কোথা থাকা হয়?
বাড়িতা তো আছে?
কল্যাণী। কোঁজের দল
প্রাসাদ আমার করেছে দখল।
ক্ষীরো। ওমা, ঠিক এ যে শোনায় কাহিনী—
কাল ছিল রানী, আজ ভিধারিনি।
শাস্ত্রে তাই তো বলে সব মায়া—
ধনজন তাল-রংকের ছায়া।
কী বল মালতী!

মালতী। তাই তো বটেই,
বেশি বাড় হলে পতন ঘটেই।

কল্যাণী। কিছুদিন যদি হেথায় তোমার
আশ্রয় পাই, করি উদ্ধার
আমার আমার রাজ্যধামি—
অম্বা উপায় নাহিকে জানি।

ক্ষীরো। আহা, তুমি রবে আমার হেথায়—
এ তো বেশ কথা সুখেতেই কথা এ।

এথমা। আহা, কত দয়া।

দ্বিতীয়। মায়ার শরীর।

তৃতীয়। আহা, দেবী তুমি, নও পৃথিবীর।

চতুর্থী। হেথা ফেরে নাকে। অধম পতিত,
আশ্রয় পায় অনাথ অতিথ।

ক্ষীরো। কিছুও একটা কথা আছে বোন—
বড়া বটে মোর প্রাসাদভবন,
তেমনি যে চের লোকজন বেশিকোনোমতে তারা আছে ঠেসাঠেসি।
এখানে তোমার জায়গা হবে না—
সে একটা মহা রয়েছে ভাবনা।
তবে কিছুদিন যদি ঘর ছেড়ে
বাইরে কোথাও থাকি তারু গেড়ে—

প্রথম।  ওমা, সেকি কথা !

দ্বিতীয়া।  তা হলে রানীমা,

রবে না তোমার কষ্টের সীমা ।

তৃতীয়া।  পে-সে তারু নয়, তবু সে তারুই
ঘর থাকতে কি ভিজে বাবুই ?

পাঞ্জী।  দয়া করে কত নাববে নাববে, নাবালি হয়ে কিনা থাকবে ভাবতে !

ষষ্ঠ।  তোমার সে দশা দেখলে চক্ষে
অধীনগণের বাজবে বঙ্কে।

কল্যাণ।  কাজ নেই, রানী, সে অন্ধবিধায়—
আজকের তবে লইয়ু বিদায় ।

কীরা।  যাবে নিতান্ত ! কী করব ভাই !
চুঁচু ফেলবার জায়গাটা নাই ।

বিনিসপত্র লোক-লস্করের
ঠাসা আছে ঘর— কারে ফসু ক'রে
বসতে বলি যে তার জোটি নেই ।
ভালো কথা ! শোনো, বলি গোপনেই—
গুয়নাপত্র কৌশলে রাখে
চু-দশটা যাহা পেতে এসে তারে
মোর কাছে দিলে রবে যতনেই ।

কল্যাণ।  কিছুই আনি নি, শুধু হেরো এই
হাতে ছাঁটি চুড়ি, পায়েতে বৃষ্টি ।
কন্যার পরিচ্ছেদ

কন্যার। আজ এসো তবে, বেঁজেছে ছুপুর—
শরীর ভালো না, তাইতে সকালে    
মাথা ধরে যায় অধিক বকালে। —    
মালতী!

মালতী। আজে!

কন্যার। জানে না কানাই—    
সানের সময় রাগবে সানাই?

মালতী। বেটারে উচিত করব শাসন!

[ কলাপীর প্রখ্যান]

কন্যার। তুলে রাখু মোর রঞ্জ-আসন—    
আজকের মতো হল দরবার।    
মালতী!

মালতী। আজে!

কন্যার। নাম করবার    
সুখ তো দেখলি?

মালতী। হেসে নাহি বাঁচি—    
বাঁধ থেকে কেঁচে হলেন ব্যাঙাচি।

কন্যার। আমি দেখা, বাছা, নাম-করা-করি,    
যেখানে সেখানে টাকা-ছড়াছড়ি,    
জড়া করে দল ইতর লোকের    
জাঁক-জমকের লোক-চমকের    
যত রকমের ভগামি আছে    
 বেঁধি নে কখনো তুলে তার কাছে।

৫০
প্রথম। রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো।
তেমনি ফুরের মতন ধারালো।

দ্বিতীয়। অনেক মূর্ধে করে দান ধ্যান,
কার আছে হেন কাঙ্জান।

তৃতীয়। রানীর চক্ষে ধুলো। দিয়ে যাবে
হেন লোক হেন ধুলো। কোথা পাবে?

ক্ষীরো। থাম্ থাম্, তোরা রেখে দে বকুনি—
লজ্জা করে যে নিজগুণ শুনি
মালতী।

মালতী। আজে।

ক্ষীরো। ওদের গয়না
ছিল যা এমন কাহারও হয় না।
ছখানি চুড়িতে ঠেকেছে শেষে,
দেখে আমি আর বাঁচি নে হেসে।
তবু মাথা যেন নুইতে চায় না,
ভিক্ষ নেবে তবু কতই বায়না।
পথে বের হল পথের ভিতরি,
তৃলতে পারে না। তবু রানিগিরি।
নত হয় লোক বিপদে ঠেকলে,
পিত্তি জলে যে দেয়াক দেখলে।—
আবার কিসের শুনি কোলাহল?

মালতী। ছুয়েরে এসেছে ভিক্ষুদল—
আকাল পড়েছে, চালের বন্ধ।
মনের ঘটন হয় নি সন্তা—
লক্ষ্যের পরীক্ষা

হাটির চেঁচিয়ে খাচ্ছে কানটা,
বেঁটি পড়লে হবেন ঠাঁচা।

কৌরো। রানী কলাণী আছেন দাতা,
মোর ঘাঁটে কেন হস্ত পাতা?
বলে দে আমার পাঁড়েজি বেঁটাকে,
ধরে নিয়ে যাক সকল-কাটাকে
দাতা কলাণী রানীর ঘরে—
সেখানে আস্থাক ভিকে ক'রে।

সেখানে যা পাবে এখানে তাহার আরে। পাঁচ গুণ মিলবে আহার।

প্রথম। হা হা হা, কী মজা হবেই না জানি।

দ্বিতীয়। হাসিয়ে হাসিয়ে মারলেন রানী।

তৃতীয়। আমাদের রানী এতও হাসান।

চতুর্থী। হু চোখ চলু-জলুতে ভাসান।

দাসীর প্রবেশ

দাসী। ঠাকরুন এক এসেছেন ঘাঁটে,
হরকম পেলেই তাড়াই তাঁহারে।

কৌরো। না না, ডেকে দে-না। আজ কী জন্য
মন আছে মের বড়ো প্রসন।

ঠাকুরানীর প্রবেশ

ঠাকুরানী। বিপদে পড়েছি তাই এমন চলে।

কৌরো। সে তো জানা কথা। বিপদে না প'লে।
স্যাহু যে আমার চাদমুখখানি
দেখতে আস নি, সেটা বেশ জানি।

ঠাকুরানী। চুরি হয়ে গেছে ঘরেতে আমার—
ক্ষীরো। মোর ঘরে বুঝি শোধ নেবে তার?
ঠাকুরানী। দয়া ক'রে যদি কিছু করো দান
এ যাত্রা তবে বেঁচে যায় প্রাণ।

ক্ষীরো। তোমার যা-কিছু নিয়েছে অঞ্চল
দয়া চাও তুমি তাহার জগতে।
আমার যা তুমি নিয়ে যাবে ঘরে
তার তরে দয়া আমায় কে করে?

ঠাকুরানী। ধনসুধী আছে যার ভাঙ্গার
দানসুধী তুমি স্বাল্ক আরো বাড়ে।
এহেন যে করে তারি হেটমুখ,
ধুঘের পারে ভিক্ষার তুল।
তুমি সক্ষম, আমি নিরুপন—
অনায়াসে পারে? ঠিলিয়ারে পায়।

ইচ্ছা না হয় না'ই কোথা দান,
অপমানিতের কেন অপমান?
চলিলাম তবে, বলো দয়া ক'রে
বাসনা পুরিবে গেলে কার ঘরে।

ক্ষীরো। রানী কল্যাণী নাম শোন নাই।
দাতা বলে তুমি বড়ো যে বড়োই।
এইবার তুমি যাও তাঁর ঘরে,
ভিক্ষার বুলি নিয়ে এসো। ভরে—

৫৩
লক্ষ্মী পরীক্ষা

গথ না জান তো মোর লোকজন
গৌছিয়ে দেবে রানীর ভবন।

ঠাকুরানী। তবে তথাকথা যাই তারি কাছে।
তার ঘর মোর খুব জানা আছে।—
আমি সে লক্ষ্মী, তোর ঘরে এসে
অপমান পেয়ে ফিরিলাম শেষে।
এই কথা করে করিয়ে। অস্ত্রণ—
ধনে মানুষের বাড়ে নাকো মন।
আছে বহু ধনী, আছে বহু মানী—
সবাই হয় না রানী কল্যাণী।

কৌরা। যাবে যদি তবে ছেড়ে যাও মোরে
দস্তরমত কুর্মিশ করে।
মালতি! মালতি! কোথায় তারিণী!
কোথা গেল মোর চামরধারিণী—
আমার এক-শো-পঁচিশটে দাসী।
তোরা কোথা গেলি— বিনি! কিনি! কাশী!

কল্যাণীর অবেশ

কল্যাণী। পাগল হলি কি! হয়েছে কী তোর?
এখনো যে রাত হয় নিকো ভোর—
বল্ল দেখি কী যে কাণু কুর্মি!
ডাকাডাকি করে জাগালি পল্লী।

কৌরা। ওমা, তাই তো গা! কী জানি কেমন
সারা রাত ধরে দেখেছি স্থপন।
লন্ধীর পরীক্ষা

বড়ো কুষ্ঠ দিয়েছিল বিধি—
শ্রীর ভেঙে বাঁচলেই দিদি !
একটু দাঁড়াও, পদধূলি লব—
তুমি রানী, আমি চিরদাসী তব।